بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর সবচেয়ে বড় পৌত্র, হযরত নবাব মোবারেকা বেগম এবং নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্র, হুজুর (আই.)-এর মামাত ভাই মির্যা আনিস আহমদ সাহেবের প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২১ ডিসেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

মির্যা আনাস আহমদ সাহেব, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, কয়েকদিন পূর্বে রাবওয়ায় ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর সবচেয়ে বড় পৌত্র ছিলেন। আর হযরত নবাব মোবারেকা বেগম এবং নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমার মামাতো ভাইও ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন, এরপর রাবওয়ায় পড়ালেখা শেষ করেন। তারপর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। এরপর কিছুদিন সেখানে (অর্থাৎ রাবওয়ায়) কলেজে খেদমত করেন। তারপর এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। এখান থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রি করেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি ১৯৫৫ সালে জীবন উৎসর্গ করেন আর ১৯৬২ সনে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন বিভাগে গভীরনিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। গভীর আগ্রহ, দৃঢ়চিত্ততা আর পরিশ্রমের সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। হাদীস শাস্ত্র, দর্শন এবং ইংরেজী সাহিত্যে তার ব্যাপক পড়ালেখা ছিল। বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। এই কারণে ব্যক্তিগত আগ্রহের ভিত্তিতে হাদীস শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান তিনি মরহুম মৌলভী খুরশিদ আহমদ সাহেবের কাছে অর্জন করেছেন। তার ঘরেও তার নিজস্ব বড় লাইব্রেরী ছিল, যেখানে দুষ্প্রাপ্য বইপুস্তক তিনি রাখতেন। অধ্যয়নের গভীর আগ্রহ ছিল তার। যেকোন বিষয়ে কোন ছাত্র দিকনির্দেশনার জন্য আসলে তাকে খুব ভালো তথ্য সরবরাহ করতেন। হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ আর মৌলিক উৎস সংক্রান্ত বইপুস্তকও তার সংগ্রহে ছিল। বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে তিনি এগুলো একত্রিত করেছিলেন।

১৯৫৫ সনে যখন তিনি জীবন উৎসর্গ করে নিজের সেবা উপস্থাপন করেন তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি জামা'তে জীবন উৎসর্গ করার যে প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছি তখন আমার কাছে তিনটি আবেদন পত্র আসে, একটি আমার পৌত্র মির্যা আনাস আহমদের, যিনি মির্যা নাসের আহমদ সাহেবের ছেলে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তার সদিচ্ছা বাস্তবায়নের তৌফিক দিন। আর আনাস আহমদ সাহেব লিখেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল আমি আইন শাস্ত্র পড়ে জীবন উৎসর্গ করব, কিন্তু এখন আপনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়োজিত করুন, আমি সর্বাঙ্গীনভাবে (কাজের জন্য) প্রস্তুত।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৫৬ বছর পর্যন্ত জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তালিমুল ইসলাম কলেজে প্রভাষক হিসেবে তার পদায়ন হয়। তারপর ১৯৭৫ সনে নায়েব নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ নিযুক্ত হন। এরপর এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ইরশাদও ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর প্রথম ইউরোপ সফরে তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীও ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়ার এডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক হিসেবেও কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। কয়েক বছর তিনি নাযের তালীমও ছিলেন। এছাড়ানায়েব নাযের দিওয়ানও ছিলেন। তিনি তাহরীকে জাদীদে ওকীলুত তসনীফের দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। প্রথমে ওকীলুত তসনীফের দায়িত্ব পালন করেন, এরপর ১৯৯৯ সালের মার্চে ওকীলুল ইশায়াত হয়েছেন। বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৯৭ সনে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামা'তের কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌র বিভিন্ন বিভাগেও সেবা প্রদানের সৌভাগ্য হয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়া এবং মাহমুদ কি আমীন পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ তিনি করেছেন, যা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইদানিং সুরমা চশমায়ে আরিয়া,

ইযালায়ে আওহাম ও দুররে সামীনের ইংরেজী অনুবাদের রিভিশন বা সংশোধনের কাজ করছিলেন। যখন আমাদের স্কুলগুলো জাতীয়করণ করা হয় এরপর জামা'ত নিজস্ব স্কুল খুলে, যা নাসের ফাউন্ডেশনের অধীনে আরম্ভ করা হয়। এরও তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। মজলিসে ২ ইফতাহ্‌র সদস্য ছিলেন। নূর ফাউন্ডেশন বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় হাদীসের অনুবাদ প্রকাশার্থে,জামা'তের পক্ষ থেকে হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের উর্দূ অনুবাদ করছিলেন।

তার জামাতা মির্যা ওহীদ আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি বুখারা এবং সমরকন্দ সফরে যাচ্ছিলাম, মির্যা আনাস আহমদ সাহেব আমাকে বলেন, তুমি যেহেতু সেখানে যাচ্ছ, ইমাম বুখারীর কবর যিয়ারতের জন্য যেও, আর আমার পক্ষ থেকেও দোয়া করো এবং সালাম বলো। এটি মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসার কারণেছিল। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি শত শত বছর পূর্বে মহানবী (সা.) এর উক্তি এবং ঘটনাবলীর ভাণ্ডার সংকলিত করে আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন, আমাদের তার জন্য দোয়া করা এবং তাকে সালাম পৌঁছানো, এটি তার প্রাপ্য।

ডাক্তার নূরী সাহেব লিখেন, তার সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হলো, দীর্ঘকাল তাকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে, যে কাজই তার ওপর ন্যস্ত করা হতো তিনি এক আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে সেই কাজ সমাধা করতেন। কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে নিজের কাজ সম্পন্ন করতেন। দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি তাকে লেপটপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই অনুবাদ করতে দেখেছি। ঘন্টার পর ঘন্টা কম্পিউটারে টাইপ করতেন আর তার সাথি কুরআন শরীফ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পুস্তকের উদ্বৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি প্রায় সময় বলতেন যে, আমার একমাত্র বাসনা হলো, খলীফায়ে ওয়াক্ত আমার ওপর যে কাজ ন্যস্ত করেছেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমি যেন তা শেষ করতে পারি। নূরী সাহেব লিখেন, তার স্মরণশক্তিও খুবই প্রশংসনীয় ছিল। হাদীস এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা রাখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ঘটনাবলী তিনি এমন আন্তরিক আবেগ উচ্ছ্বাসের সাথে এবং আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করতেন যে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনতো। ঘটনাবলী শুনানোর সময় তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত, আর আওয়াজ ভারি হয়ে যেত। তিনি অনেক ধৈর্যশীল ছিলেন। নূরী সাহেব লিখেন, সকল কঠিন পরিস্থিতিতে সবসময় ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহসিকতার সাথে সকল প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতেন। অসুস্থতার কারণে চায়ের একটি পেয়ালাও উঠাতে পারতেন না এবং বিছানায় পাশ ফিরতে পারতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কাজ অব্যাহত রেখেছেন আর কঠোর পরিশ্রম করে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। কখনো কোন অভিযোগ করার সুযোগ দেন নি, বরং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। নূরী সাহেব বলেন, প্রত্যেক দর্শনার্থীর সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। এটি তার অনেক বড় একটি নৈতিক গুণ ছিল। তাহের হার্ট ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়ার একদিন পূর্বে তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। অসুস্থতার কারণে তার চেহারায় চরম ব্যথার ছাপ ছিল। কিন্তুতা সত্ত্বেও মুচকি হেসে বলেন, আমার মনে হয় আমার মৃত্যু সন্নিকটে, আর আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। এ কথা তিনি খুবই হাসিমুখে বলেন। তার কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে নূরী সাহেব আরোলিখেন, তার ভিতর কৃতজ্ঞতাবোধের বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ। দুবার তিনি যারপরনাই অনুগ্রহের সাথে আমাকে বলেন, আপনি যেই আন্তরিক সদিচ্ছার সাথে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার সেবা শুশ্রূষা করেছেন, আমি কখনো এর মূল্য পরিশোধ করতে পারবো না। আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি আমাকে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর সেই ডায়রি প্রদান করেন যাতে তিনি তার স্বপ্ন ইত্যাদি নোট করে রেখেছিলেন। একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের একটি কোটও তিনি আমাকে দিয়েছেন। একইভাবে মেডিকেল টিমের সাথেও পরম স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। তার ঘরের লাইব্রেরী আমিও দেখেছিআর নূরী সাহেবও লিখেছেন যে, চার পাশের দেয়ালে ছাদ পর্যন্ত উঁচু সেলফ বইপুস্তকে পূর্ণ ছিল। তাতে বিভিন্ন ধরনের বই ছিল, যেমন- বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বইপুস্তক ছিল যা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এগুলো আমি নিজে পড়েছিও।

মীর দাউদ আহমদ মরহুমের কন্যা নুদরত বলেন, তার মৃত্যুর কথা শুনে অনেক পুরোনো স্মৃতিকথা মনে পড়ছে, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর কথা স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে। তিনি বলেন, আমার মেয়ের বিয়ে ছিল, আমি প্রস্তুতি যাচাই করার জন্য অনুষ্ঠানের পূর্বে মার্কিতে গিয়ে দেখি ভাই আনাস সাহেব পূর্ব থেকেই সেখানে বসে আছেন এবং কাঁদছে ন। আমি আশ্চর্য ছিলাম যে, তিনি এত তাড়াতাড়ি কেন এসেছেন। আমাকে দেখে বলেন যে, আজকে তোমার পিতা মীর দাউদ আহমদ সাহেব মরহুমের কথা অনেক মনে পড়ছে। তাই আমি এখানে এসে তোমার জন্য দোয়া করছিলাম।

এডিশনাল ওকীলুত তসনীফ মুনীরুদ্দিন শামস সাহেব বলেন, তাকে সবসময় সহানুভূতিশীল ও স্নেহশীল পেয়েছি। সবসময় বলতেন আরো কাজ দিন কেননা অসুস্থ অবস্থায় যত বেশি কাজ করতে পারি ততই ভালো। খিলাফতের সাথে সুগভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কিছু বইয়ের ইংরেজী অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সেবা

প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। মোটকথা একজন আলেম ছিলেন, তার খুবই গভীর জ্ঞান ছিল। জামাত এখন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'লা তার মতো আরো আলেম সৃষ্টি করুন। তার একটি গুণ ছিল, যা সবাই লিখেছে, তিনি মুবাল্লেগদের অনেক সম্মান করতেন, আর জ্ঞানগত দিক থেকে তাদের দিক-নির্দেশনা দিতেন।

এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ মাকামী হাফেয মুযাফফর আহমদ সাহেব বলেন, মিয়া সাহেব বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন। খোদাভীতি, খোদাপ্রেম, কুরআন ও রসূলপ্রেম, সরলতা, বিনয়, দয়ামায়া ও স্নেহ তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ্‌র অধিকারের পাশাপাশি বান্দাদের প্রাপ্য প্রদানেও যত্নবান ছিলেন। গরীব ও মিসকিনদের বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। কোন অভাবীকে খালি হাতে ফেরত পাঠাতেন না, ঋণ করেই তাকে সাহায্য করতে হোক না কেন। একজন জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এর জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম এবং সাধানা করেছেন। হাফেয সাহেব বলেন, তিনি প্রথমবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পুস্তকাবলী পনেরো ষোলো বছর বয়সে পড়ে শেষ করেছেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক জ্ঞান অন্বেষী ব্যক্তি ছিলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হাদীস-গ্রন্থের একটি অতি উন্নত মানের ও মূল্যবান ভাণ্ডার নিজের পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করেছেন। যাতে অনেক উপকারী ও দুষ্প্রাপ্য বইপুস্তক রয়েছে। এদিকে থেকে তার ব্যক্তিগত পাঠাগার অতুলনীয় আর এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। হাদীস শাস্ত্রের প্রতি এত গভীর আকর্ষণ ছিল যে, হাদীস সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদি যেমন- আসমাওর রিজাল এবং উসূলে হাদীস সংক্রান্ত বইপুস্তকও তার কাছে সংরক্ষিত ছিল, যা তিনি যোগাড় করে রেখেছিলেন। তিনি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতেন আর আলোচনার সময় তা আলোচনাধীন আনতেন।

রাবওয়ার সালানা জলসায়ও বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত বক্তৃতা করার তার সৌভাগ্য হয়েছে।

লন্ডনের ডক্টর ইফতেখার সাহেব বলেন, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলেন। অফিসে আসা ছাড়েন নি। প্রকাশনা এবং অনুবাদের কাজে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, গভীর নিমগ্নতার সাথে অনুবাদ করতেন। আর একটি মাত্র যথোপযুক্ত বাগধারা সন্ধানে অনেক সময় বেশ কয়েক দিন লাগিয়ে দিতেন। তার আনুগত্যের মানও অত্যন্ত উন্নত ছিল।

লন্ডনের রাশিয়ান ডেস্কের খালেদ সাহেব লিখেন, মিয়া সাহেবের ব্যক্তিত্বের চিত্র যখনই এই অধমের মাথায় আসে তখন এমন মনে হয় যেন তার সত্তা মহানবী (সা.) এর হাদীস "উতলুবুল ইলমা মিনাল মাহদে ইলাল লাহাদ"-এর সত্যিকার এবং ব্যবহারিক চিত্র ছিল। মিয়া সাহেবের বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অর্জনের গভীর আগ্রহ ছিল। কোন নতুন জিনিস উদঘাটন আর নতুন কিছু জানার সুযোগ তিনি আদৌ নষ্ট করতেন না। মহানবী (সা.), হাদীস এবং হাদীস শাস্ত্র তার বিশেষ এবং পছন্দনীয় বিষয় ছিল।

আমেরিকার মুবাল্লেগ শমশাদ সাহেব লিখেন, মুরব্বীদের সাথে মিটিং করার সময় তাদের মাঝে তবলীগের প্রেরণা সঞ্চারের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। অধ্যয়নেরও অনেক শখ ছিল। মুরব্বীদেরও অধ্যয়নের প্রতি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। নিজেও সবসময় অফিসে বইপুস্তক স্তূপিকৃত করে রাখতেন। বুখারী শরীফ অনেক বেশি পড়তেন। যেসব মুরব্বীরা আসাযাওয়া করতো তাদের সাথেও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন।

ঘানার মুবাল্লেগ শাহেদ মাহমুদ সাহেব লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি ভালোবাসা এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা আর আনুগত্যের প্রেরণায় তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নাম উচ্চারিত হতেই প্রায়শ তার চোখে অশ্রু নেমে আসতো।

রাশিয়ান ডেস্কের কর্মী শেখ নাসির সাহেব বলেন, ওকালতে ইশায়াতে মিয়া সাহেবের সাথে ১৬ বছর অতিবাহিত করেছি। তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁকে সবসময় এক স্নেহশীল বন্ধুর মতো পেয়েছি। কখনো এই অধমকে তিনি এটি বুঝতে দেননি যে, আমি তার অধীনস্ত। যদি কখনো আমার মনে পড়তো যে, আমার পিতামাতা নেই, তিনি সবসময় আমাকে বলতেন যে, আমাকে তোমার পিতার মতো মনে করো।

ইশায়াতের কর্মী মুহাম্মদ দীন ভাট্টি সাহেব বলেন, উনার সাথে আমি ১৯৯৫ সন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছি। মিয়া সাহেব কর্মচারীদের সাথে সবসময় সশ্রদ্ধ ব্যবহার করতেন। যখনই কোন কাজের জন্য নিজের কাছে ডাকতেন সবসময় বলতেন যে, চেয়ারে বস। এরপর কথা আরম্ভ করতেন। কোন কর্মীর প্রতি যখনই তার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ হতো এরপর অনতিবিলম্বেই স্নেহপূর্ণ রীতি অবলম্বন করতেন। এমনকি অনেক সময় ক্ষমা চাওয়া পর্যন্ত বিষয় গড়াতো।

ঘানার মুরব্বী সিলসিলাহ্ এহসানুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, তার তত্ত্বাবধানে নয় বছর কাজ করার সুযোগ হয়েছে। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অতি সুন্দরভাবে সহকর্মীদের হৃদয়ে এই ভালোবাসা গ্রথিত করতেন। একদিন এই অধমকে ডেকে পাশে বসান এবং বলেন যে, হুযূরকে ফ্যাক্স লিখছি, এটি এখনই পাঠাতে হবে।

ফ্যাক্স লেখা আরম্ভ করার পর খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) শব্দ লিখে বিভোর হয়ে এই শব্দগুলোর প্রতি দৃষ্টি স্থির করে রাখেন।

ওকালতে ইশায়াতের মুরব্বী সিলসিলাহ্ আসেফ ওয়ায়েস সাহেব লিখেন যে, কয়েক মাস পূর্বে এই অধমের ওকালতে ইশায়াতে পদায়ন হয়। এই কয়েকটি মাস আমার জীবনের স্মরণীয় সময় ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে মিয়া সাহেব খুবই স্নেহের সাথে খেয়াল রেখেছেন। তাঁর এবং আমার মাঝে বয়সের পার্থক্য ছিল অন্তত পক্ষে ৫৫ বছর। কিন্তু তার সাথে এমন মনে হতো যেন এই পার্থক্য নামে মাত্র। চমৎকার আলোচনা হতো। বৈঠককে আনন্দঘন রাখার জন্য প্রায় সময় রসিকতাও করতেন। তার অনুদিত মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের কাজের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এই বয়সে এবং একান্ত ভগ্ন স্বাস্থ্যে কাজ অব্যাহত রাখার আশ্চর্যজনক মনোবল তার মাঝে ছিল। নৈরাশ্য বা কাজ শেষ করতে না পারার ধারণা তার ধারেপাশেও ঘেষতো না।

জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ছাত্র কাশেফ সাহেব বলেন, খুলাফায়ে আহমদীয়াতের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা ব্যক্তিগত সচিবদের সম্পর্কে থিসিস-এর প্রেক্ষাপটে এই অধম গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার তার কাছে উপস্থিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি এই অধমকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে খুবই মূল্যবান সময় দিয়েছেন। অসুস্থতার মাঝেও দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। একবার খুবই বিগলিত কণ্ঠে বলেন, মানুষের চেষ্টা এবং পরিশ্রম কিছুই নয়- এটিই হলো আমার জীবনের সার। খোদাতা'লার কৃপা-ই সবকিছু, আর তা-ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত।

রাবওয়ার আসেফ আহমদ যাফর সাহেব বলেন, ইন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ ভর্তি ছিলেন। আমি তাকে দেখতে যাই। ভয়াবহ কষ্ট সত্ত্বেও মাস্ক সরিয়ে কথা বলা আরম্ভ করেন। তখন আমি স্বাস্থ্য সম্পর্কে বললাম মিয়া সাহেব! আল্লাহ্ তা'লা ইনশাআল্লাহ্ ফযল করবেন। তিনি বলেন, খোদা তা'লার ডেকে নেয়াও তো একটি কৃপা। তিনি বলেন, তার এই কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এই অবস্থায়ও খোদার ওপর ভরসা করছেন আর মৃত্যু সংক্রান্ত কোন দুশ্চিন্তা নেই।

হুজুর আনোয়ার বলেন : খিলাফতের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন মানুষ যা লিখেছে তাতে আদৌ কোন অতিরঞ্জন নেই, বরং তার সম্পর্ক এর চেয়েও গভীর ছিল। তার নিজের প্রতিটি কর্ম এবং প্রতিটি ব্যবহারের মাধ্যমে এই সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। হযরতখলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন আমাকে আমীরে মাকামী এবং নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন তখনও খিলাফতের প্রতি তার আনুগত্যের কারণে আমীরের পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। অথচ আমি তার চেয়ে অন্তত পক্ষে তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট হব। খিলাফতে আসীন হওয়ার পরও তিনি পরম বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

আল্লাহ্তা'লা উনার প্রতি দয়া ও মাগফিরাত করুন। আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপার কথা তিনি বলেছেন, খোদা তার সেই বাসনাকেও পূর্ণ করুন। নিজ প্রিয়দের মাঝে তাকে স্থান দিন। আর তার সন্তান সন্ততিকেও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দিন। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের যখন ইন্তেকাল হয় তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, যার কথা আমি সেই খুতবায়ও উল্লেখ করেছিলাম যে, পরশু রাতে যখন মিয়া সাহেবের ইন্তেকাল হয়, এর নিকটবর্তী সময়ে আমি স্বপ্নে দেখছিলাম যে, ভাই খুরশীদ এবং মিয়া আহমদ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কাছে চলে গেছেন আর মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে। তখন আমার হৃদয়ে বাসনা জাগ্রত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি এভাবে আমারও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতেন! আমি নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহ্ আমাকেও তোমার কাছে ডেকে নাও। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তুমি এগিয়ে আস। এভাবে খোদা তা'লা স্বীয় নৈকট্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা এবং দয়ার শুভ সংবাদ তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। খোদা তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর উনার সন্তানসন্ততিও যেন নেক ও পুণ্যবান হয়।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 21 December 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B